সংবাদ

তারিখ 23 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আমেরিকা দুর্গে পরিণত হচ্ছে মর্মে অপপ্রচার মিথ্যা হতে চলেছে

মার্কিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি অব্যাহত থাকবে

.....মেরি অ্যান পিটার্স

আমেরিকান সেন্টার ঃ বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় এক সেমিনারে বলেছেন, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি অব্যাহত থাকবে। মার্কিন দূতাবাসে আয়োজিত ফুলব্রাইট সেমিনারে তিনি আরো বলেন, জে উইলিয়াম ফুলব্রাইট একাডেমিক

৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

অনুমান চলছে যে, এ ধরনের একাডেমিক বিনিময় কর্মসূচীর দরজা যুক্তরাষ্ট্র বন্ধ করতে যাচ্ছে বা বিধিনিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করতে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের দেশের এবং বাইরে থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করা আমাদের কর্তব্য, যেমন জরুরী যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যুক্তরাষ্ট্রের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হচ্ছে। দূতাবাসের কনস্যুলার শাখা ভিসা প্রদান করছে। আগের বছরের চেয়ে ১১ সেপ্টেম্বর-পরবর্তী বছরে আরো অধিক সংখ্যক বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করার জন্য ভিসা পেয়েছে। আমাদের দূতাবাসের স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং শাখা অফিসে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে এবং তারা বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা, কর্মের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অবহিত করছে। সুতরাং, 'আমেরিকা দুর্গ হতে চলেছে' বলে নিন্দুকেরা যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তা মিথ্যা প্রমাণিত হতে চলেছে।

মেরি অ্যান পিটার্স বলেন, আমি আপনারদের একটি নতুন চমকপ্রদ বিনিময় কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে চাই যেটি ওয়াশিংটনে চালু করতে আমাদের দূতাবাস সাহায্য করেছে। একটি কঠোর বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নির্বাচিত

সাতজন বাংলাদেশী আন্ডারগ্র্যাজুয়েট জুন মাসের শেষের দিকে ভারত থেকে আগত সাতজন এবং পাকিস্তান থেকে আসা আরো সাত জন আন্ডারগ্র্যাজুয়েটের সাথে মিলে ওয়াশিংটনে একটি কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবেন। আমরা যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র ও নাগরিক সমাজের মূল্যবোধ বলতে যা বুঝে থাকি তা তুলে ধরা হবে এই কর্মসূচীতে।

তিনি বলেন, এই কর্মসূচীর মেয়াদ প্রায় সাড়ে চার সপ্তাহ এবং এর সূচনা হবে মেরিল্যান্ডের ইস্টার্ন শোর থেকে। এই সব ছাত্রছাত্রীকে ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং বাল্টিমোর নিয়ে যাওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ যাবৎ দক্ষিণ এশিয়াতে এ রকম কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেনি এবং আমরা আস্থাশীল যে, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম থেকে আগত এই ছাত্রছাত্রীরা ভালভাবে তাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন ও দেশকে তুলে ধরবেন এবং অত্যন্ত চমৎকার অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা ফিরে আসবেন। তিনি বলেন, এই কর্মসূচী ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, আমাদের 'ইউএসএআইডি' মিশন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দিয়েছে। এগুলোর প্রতিটিতে দুই বছরের তহবিল যোগানোর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। 'ফুলব্রাইট ইউনিভার্সিটি পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম'-এ যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর সহায়তা দিয়ে থাকে। ২০০৩-এর ১ অক্টোবর থেকে আমাদের যে অর্থবছর শুরু হতে যাচ্ছে তার আওতায় যেসব বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারমূলক সম্পর্ক গড়তে উৎসাহী তাদের প্রস্তাবে সহায়তা করবে এই ফুলব্রাইট ইউনিভার্সিটি পার্টনারশিপ প্রোগ্রাম। তিনি এ ব্যাপারে আগ্রহীদেরকে বিস্তারিত জানার জন্য কার্স ফ্রেন্ডস-এর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আমাদের দূতাবাস গত বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসকদেরকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিল। সেখানে তারা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিষয়গুলো সেখানকার সাথে যাচাই করে দেখেছেন। বছরের আগস্ট মাসে আমরা আরেক দল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসককে যুক্তরাষ্ট্র পাঠাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার মূল ক্ষেত্রগুলো

খুঁজে বের করা এবং সক্রিয় বেসরকারী অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা ওয়াশিংটনকে সংকেত দিয়েছি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রসমূহে প্রশিক্ষণ ও গবেষণায়-সহায়তা করার পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশে একটি দল প্রেরণ করতে আমাদেরকে সমর্থন দেয়ার জন্য আমরা যে অনুরোধ জানিয়েছি সে ব্যাপারে একটা ইতিবাচক জবাব পাব বলে আশা করছি। তিনি আশা প্রকাশ ফুলব্রাইট সেমিনার একটি ফল পরিণত হবে।